টমেটো চাষ

Joygopalpur Gram Vikash Kendra

টমেটো চাষ

টমেটো প্রধানত শীতের ফসল। এখানকার জাতগুলি প্রায় সারা বছর চাষ হয়।

টমেটোর কিছু এই এলাকার জন্য উপযুক্ত দেশি এবং হাইব্রিড জাতগুলি হলো :

দেশি ঃ পাথরকুচি, পুষারবি, চেরি।

হাইব্রিড ঃ অবিনাষ-২, ৩, দেব, রকি, রসিকা, মেকনা, অমিতাভ

বীজতলা তৈরি ঃ

১. বিঘাতে টমেটো চারা রোয়ার জন্য ১০ ফুট × ৪ ফুট বীজতলার প্রয়োজন। প্রথমে মাটি ভালো করে কর্ষণ করে স্বচ্ছ পলিথিন দিয়ে ঢেকে ১ সপ্তাহ সূর্যের আলো খাওয়াতে হবে। কমপক্ষে ৬″ উঁচু বেড তৈরি করে (চারা থেকে চারার দূরত্ব ২ ফুট, সারির দূরত্ব ২½ ফুট) পোচানো কম্পোস্ট / গোবর সার ৪ ঝুড়ি, নিম/করস খোল ৫০০ গ্রাম, SSP ৫০০ গ্রাম দিয়ে মাটি তৈরি করে জো দিয়ে নিতে হবে। তারপর আবার পলিথিন চাপা দিয়ে ৩ দিন রেখে দিতে হবে। ৩ দিন পর প্লাস্টিক খুলে ভালভাবে কুপিয়ে ১″ × ২″ দূরত্বে বীজ ফেলে তার উপর বালি মিশ্রিত কম্পোস্ট ১/৪″ ঢেকে দিয়ে খর বিছিয়ে হাল্কা সেচ দিতে হবে।

মাটি শোধন

বীজতলা তৈরী

৩-৪ দিন পর ২, ১টা চারা উঠতে শুরু হলে খর তুলে এবং অবস্থা বুঝে হাল্কা সেচ দিতে হবে। মসারির নেট দিয়ে ঢেকে দিতে হবে যাতে করে সাদা মাছি, স্যামা পোকার হাত থেকে বাঁচা যায়। রোজ ভোরের রোদ অথবা পড়ন্ত বেলার রোদ খাওয়াতে হবে ১ থেকে ১১/২ ঘন্টা মতো। ১৫-২০ দিন পর চারা বরসানোর উপযোগী হলে, চারা তোলার ৩ দিন আগে ছত্রাকনাশক, ২ দিন আগে ব্যাক্টেরিয়া নাশক ও কীটনাশক দিতে হবে।

সীডট্রে পদ্ধতিঃ

সীডবেড তৈরী

সীডট্রেতে প্রথমে ১ : ১ অনুপাতে নারকেল গুড়ো ও কম্পোস্ট সার অথবা মাটি ও কম্পোস্ট সার একসাথে ভালোভাবে মিশিয়ে অর্ধেক ভর্তি করে নিতে হবে। এরপর সীডট্রের প্রতিটি ঘরে ১টি করে বীজ ভরে দিতে হবে ও বাকিটা মিশ্রণ দিয়ে ভরে দিতে হবে। রোজ ভোরের রোদ অথবা পড়ন্ত বেলার রোদ খাওয়াতে হবে ১ থেকে ১১/২ ঘন্টা মতো। ১০ থেকে ১২ দিন পর সীডট্রে থেকে চারাগুলি তুলে প্রধানজমিতে লাগাতে হবে।

সীডবেড তৈরী

মূল জমি তৈরি :

প্রথমে ফসলের অবশিষ্টাংশ অপসরণ করে ভালো াকরে জমি কর্ষণ করে নিতে হবে। বিঘা প্রতি ১০০০ কিগ্রা জৈব সার, না পাওয়া গেলে ১০০ কেজি সর্ষে খোল, ৫০ কেজি সিঙ্গেল সুপার ফসফেট ও ১৪ কেজি পটাশ জমিতে ছড়িয়ে দিয়ে আরেকবার জমিতে কর্ষণ করে নিতে হবে।

জৈব পদ্ধতিতে :

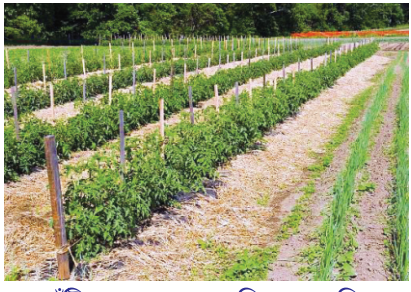

খুঁটি পোতা ও খড় দিয়ে মালচিং

২-৩ টন জৈব সার দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে। জাতভেদে ২০-২২// চারার দূরত্ব এবং ২৪-২৮// (সারির দূরত্ব) দূরত্বে খোপ কেটে পড়ন্ত বেলায় সতেজ চারা রোপন করতে হবে এবং ৩ দিন অন্তর হাল্কা সেচ দিতে হবে। এই সময়ে মূল জমিতে সাদা মাছি / স্যামা পোকার হাত থেকে রক্ষা পেতে নিম তেল / নিম ঘটিত ঔষধ, রসুনের রস, গাদা ফুলের নির্যাস, সপ্তাহে ২ দিন স্প্রে করতে হবে। ১০ দিন অন্তর হাল্কা সেচ দিতে হবে ও ২১ দিনের মাথায় চাপান সার দিয়ে বেড তৈরি করতে হবে। মাচা তৈরি না করতে পারলে ২-৩// মালচিং করতে হবে।

সার প্রস্তুতি ঃ

চাপান সার ঃ

গাছ পিছু ২০ গ্রাম ডাই অ্যামোনিয়াম ফসফেট, ৫ গ্রাম পটাশ, ৫ গ্রাম নাইট্রোজেন, ঘটিত সার ব্যবহার করলে বৃদ্ধি খুব ভালো হবে।

গাছের অবস্থা বুঝে ৪০-৪৫ দিনের মাথায় দ্বিতীয়বার চাপান সার দিতে হতে পারে। অনুখাদ্য স্প্রে করার প্রয়োজন আছে, গাছের বৃদ্ধি বাড়ে।

ছাটাই ঃ

অতিরিক্ত শাখা প্রশাখা ছাঁটাই

প্রয়োজনে অতিরিক্ত শাখা প্রশাখা কেটে দিতে হবে ও সেই দিনেই ছত্রাকনাশক স্প্রে করতে হবে। হাইব্রিড টমেটোর ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত জৈব সারের জোগান না থাকায় হরমোন স্প্রের প্রয়োজন। এতে গাছের উৎপাদন বাড়ে এবং ফুল ও ফলেরও উৎপাদন বাড়ে।

রোগপোকা নিয়ন্ত্রণ ঃ

ফলছিদ্রকারী পোকা

টমেটোর কিছু বিশেষ বিশেষ রোগগুলি হল ঃ

টমেটোর ঢলে পড়া ঃ

এটি একটি ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগ। ঢল কলমির পাতার নির্যাস না পাওয়া গেলে স্টেপটোসাইসিলিন জাতীয় ঔষধ ১ লিটার জলে ১ গ্রাম মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

টমেটোর ঢলেপড়া রোগ

ধসা রোগ ঃ

এটি একটি ছত্রাক ঘটিত রোগ। ৩% নিম তেল খুবই কার্যকরী। ১ লিটার জলে ৩ মিলি নিম তেল মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

এছাড়াও বাজারে যে কোনো ছত্রাকনাশক ২-২½ গ্রাম ১ লিটার জলে স্প্রে করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

গোঁড়া পচা রোগ

পাতা ধসা ঃ

এটি একটি ছত্রাকঘটিত রোগ। ৩% নিমতেল ৩ মিলি ১ লিটার জলে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে অথবা ম্যানকোজেব / কার্বেনজাইন ২-২½ গ্রাম ১ লিটার জলে অথবা কোপার অক্সাইড ৩-৪ গ্রাম ১ লিটার জলে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

অনুখাদ্য জনিত অভাবে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিতে হবে (পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে)।

পাতা ধসা রোগ

ল্যাটা পোকা ঃ (শূটী ছিদ্রকারী পোকা)

নিমতেল ৩০ মিলি দ্রবণ, ৫-৭ গ্রাম সার্ফ, ১০ লি জল একত্রে মিশিয়ে নিয়ে সপ্তাহে একবার স্প্রে করতে হবে। ৫০ গ্রাম রসুন থেতো করে রস বের করে ১০ মিলি কেরোসিনের সাথে ৫ গ্রাম সার্ফ মিশিয়ে ১০ লিটার জলে দিয়ে স্প্রে করতে ভালো ফল পাওয়া যায়।

সাদা মাছি / শ্যামা পোকা ঃ

গাদা ফুল ১ মুঠো ১ লিটার জলে সারা রাতা ভিজিয়ে সকালে সেটি ছেকে নিতে হবে। সেই জলে ৫ ফোঁটা ডেটল হ্যান্ড ওয়াশ মিশিয়ে গাছে স্প্রে করলে সাদা মাছি, শ্যামা পোকা, ল্যাদা জাতীয় পোকা নিয়ন্ত্রণ হয়।

সাদ মাছি

এছাড়াও ১০০ গ্রাম শাখালুর বীজ থেতো করে ১ লিটার জলে ২০-২৫ গ্রাম গুড় মিশিয়ে ভিজিয়ে রেখে পরের দিন সকালে সেটি ছেকে নিয়ে ২০ লিটার জল দিয়ে মিশিয়ে স্প্রে করলে পাতা খেকো, ফল ছিদ্রকারি পোকা নিয়ন্ত্রণ হয়।

উপস্থাপনায় : কৃষি বিভাগ জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র

Email : jgvkagriculture@gmail.com

Joygopalpur Gram Vikash Kendra

Village : Joygopalpur, P.O.: J.N. Hat
Via : Basanti, Dist : South 24 Parganas
West Bengal, India, Pin Code 743312
Phone : 09732522848, 9564164585
Email : jgvksundarban@gmail.com
Website : www.jgksundarban.org